তারিখ : 12 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

ব্রি. জে. এম এম সালেহীন
অধ্যক্ষ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

"শুধু ভালো ফল হলেই হবে না, শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হতে হবে। গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে

রাজউক উত্তরা মডেলের ৯২ ভাগই জিপিএ ৫

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সদর দরজা ছিল সবার জন্য খোলা। গতকাল সবার জন্য কলেজে প্রবেশ ছিল অনেকটাই উন্মুক্ত। কিছু মানুষের জন্য কোনো ড্রেস কোডের কড়াকড়ি ছিল না। কারণ, ৬১০ শিক্ষার্থীকে ঘিরেই ছিল কলেজের আনন্দ-আয়োজন। কড়া রোদেও কলেজের আঙিনায় ছিল শিক্ষার্থীদের দুরন্ত ছোটাছুটি। বাবা-মা আছেন সঙ্গে। তাদের হাতে ছাতা। বাবা-মায়েরা নিজেরাই শুধু ছাতার নিচে। সন্তান ছুটে বেড়াচ্ছে কড়া রোদে। দল বেঁধে তুলছে সেলফি। ফলমঞ্চে উঠে সাউন্ড বক্সের গানের সঙ্গে নাচেও অংশ নিচ্ছে কেউ কেউ। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে এভাবেই দুপুর দেড়টা বেজে যায়। এর কিছু পরই ফল বোর্ডে টানানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল পুরো কলেজ ক্যাম্পাসে। এসএসসি পরীক্ষায় রাজউক মডেল কলেজের একজন শিক্ষার্থী ছাড়া সবাই পাস করেছে। এই কলেজের পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

সকাল ১০টার কিছু পর থেকেই কলেজের আঙিনায় বাড়ছিল অপেক্ষমাণ মানুষের সংখ্যা। একটু পর পরই দু'একজন কলেজের নিচতলায় প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসে এসে খোঁজ নিচ্ছে– কখন ফল প্রকাশ করা হবে। এবার রাজউক উত্তরা কলেজ থেকে ৬১০ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ৫৩৫ শিক্ষার্থীর ৫১৪ জনই জিপিএ ৫ পেয়ে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

রাজউক উত্তরা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ৭৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫০ জন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিপিএ ৫ অর্জন করা শিক্ষার্থীর হার ৯২ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

কলেজের মোট এসএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়েছে। একজন শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতার কারণে এ বছর শতভাগ পাসের হার নিশ্চিত করতে পারেনি রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ। তবে জিপিএ ৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হারে অন্যদের চেয়ে এগিয়েই আছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত বছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৯০ দশমিক ৮৪ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ অর্জন করেছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম এম সালেহীন বলেন, রাজউকের শিক্ষার্থীরা বরাবরই ভালো করে আসছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বেশি হয়। অনেকেই গাণিতিক হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা দিলেও প্রকৃত সত্যটি হলো রাজউকের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেশি।